THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পরিক্রমা

প্রথম পাতা

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল

উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

করোনা সংকট ঃ গ্রাম উন্নয়ন দলের নিরলস প্রচেষ্টায় এখনও নিরাপদ রয়েছে কাতলাসেন গ্রাম

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৪ | ২৫আগষ্ট২০২০

ময়মনসিংহের সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের বাজার সংলগ্ন কাতলাসেন গ্রাম। শহরতলী হলেও ঘনবসতির এই গ্রামের মানুষগুলো প্রচ্ছন্ন দারিদ্রতার শিকার। এই গ্রামে ৬৭৫টি পরিবার বসবাস করে। পরিবারগুলোর অধিকাংশই বেঁচে থাকার জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। কোনরকম বেঁচে থাকার জন্য তারা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন কল কারখানায় অতি নিম্ন আয়ের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। কেউ কেউ আবার পরিবহন শ্রমিক। গ্রামবাসীদের পেশাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বর্তমানে করোনার এই পরিস্থিতিতে গ্রামটি অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। দেশে করোনা ভাইরাস আঘাত হানার অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো হঠাৎ এই করোনা মহামারীতে আতংকিত হয়ে গৃহাশ্রয়ী জীবনে বাধ্য হয়। বন্ধ হয়ে যায় অনেকের জীবিকা। গ্রামের সবখানে স্থবিরতা দেখা দেয়।একদিকে খাদ্য ও অর্থ সংকট অন্যদিকে করোনার ভয়াবহ আতঙ্ক, সবমিলিয়ে গোটা গ্রামটি এক বিপন্ন জনপদে পরিণত হয়।

গ্রাম উন্নয়ন দলের শক্তির জাগরণঃ

২০১৭ সাল থেকেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মাধ্যমে গ্রামের একদল মানুষ স্বেচ্ছাব্রতী সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। তারই ধারাবাহিকতায় নিজ গ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেদের কাধেঁ নেয়ার প্রত্যয়ে ৫জন নারী ও ১৮ জন পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে তোলে কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দল। গ্রাম উন্নয়ন দলের প্রতিটি সদস্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি গ্রামেই ঐ গ্রামটিকে জাগিয়ে তোলার একটি নিজস্ব শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। গ্রামের ঐ শক্তিটির অন্য কোন বিকল্প দিয়েই ঐ গ্রামের কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায় না। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে প্রথম করোনায় মানুষ আক্রান্ত হয় তখন এই কাতলাসেন গ্রামের নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, সকল মানুষের মাঝেও ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি হয়। শ্রমিক ও কৃষি প্রধান গ্রামটির সবাই হয়ে পরে অসহায়। তখনি কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মুক্তা সকল সদস্যদের নিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একটি জরুরী সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় এই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে ও গ্রামের মানুষের মাঝে আতংক রোধ কল্পে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রভাবশালী ও তরুণদেরও যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গ্রাম উন্নয়ন দলের করোনা মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ ঃ

করোনা মহামারী থেকে সুরক্ষার একমাত্র পথই হলো সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের সুদস্যরা প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা বিষয়ক সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি পৌঁছে দেবার পরি -কল্পনা গ্রহণ করে। সে মোতাবেক গ্রাম উন্নয়ন দল ও এলাকার কিছু গন্যমান্য মানুষের সমন্বয়ে ছোট দলে এলাকার পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সচেতনেতার কার্যক্রম চালায়। উক্ত কার্যক্রমে সহজেই কিভাবে এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে পারা যায় তা প্রচার করা হয়। তার মধ্যে যথা -সম্ভব শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে চলাচল করা, বেশি বেশি করে সাবান পানি দিয়ে হাত ধৌত করা, বাহিরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা ও বিনা কারনে বাহিরে না যাওয়া বা বাহির থেকে এসে গোসল করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে প্রবেশ করা সহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনেতা মুলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে গ্রাম উন্নয়ন দল। গ্রাম উন্নয়ন দলের নারীনেত্রী হালিমা, এরশাদ, রত্না, আলাল, জলিল, ছাদেক, ইভা সুলতান, আম্বিয়া, মিনারা,শামীমা, সোনিয়া, মোহাম্মদ আলী, রেহেনার সাহসী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে গোটা গ্রামে প্রায় ৩০ টি উঠান বৈঠক, ২০ টি স্থানে হাত ধোয়া প্রদর্শণী করা ছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে দেয়া লিফলেট রাস্তায় চলাচলরত প্রতিটি মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতায় মাইকিং করে। স্থানীয় -ভাবে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগিতায় কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগে ৫০০ টি মাস্ক তৈরি করে বিতরণ করা হয়।

গুজব, অপপ্রচার ও ভ্রান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি মোকাবেলাঃ

করোনা সংকটে যে বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকরভাবে সামনে এসে এ সংকটকে বহুগুনে তীব্র করে তুলেছে তা হলো করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অপ-প্রচার, ভ্রান্ত চিকিৎতা পদ্ধতি এবং বিভিন্নমুখী গুজব। মূলত ধর্ম এবং গ্রামের কিছু অসচেতন মুরুব্বীদের সামনে রেখে এ অপপ্রচারগুলো চালানো হয়। বিষয়গুলো করোনা সংকটকে আরও জটিল এবং করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বাধাগ্রস্থ করছিল। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন মুক্তা গ্রাম উন্নয়ন দলের ৮ জন সদস্য, মসজিদের ঈমাম এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সাথে নিয়ে এ অপপ্রচার প্রতিহত করেন। মসজিদের মাইক থেকে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধিগুলো প্রচার করা হয় এবং অপপ্রচারের বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেয়া হয়।

কোয়ারান্টাইন নিশ্চিতকরণঃ

সরকার গার্মেন্টস ও অন্যান্য অফিসগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে যখন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও অন্যান্য এলাকা থেকে শ্রমজীবী মানুষ গুলো নিজ গ্রামে ঢুকে পরে তখন ভিন্ন এক পরিস্থিতির সুত্রপাত হয়। এই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রথমেই বিদেশ ফেরত, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে আগত সকলকেই নিজ নিজ বাড়ীতে ১৪ দিন করে হোম কোয়ারাইন্টাইন থাকতে নিশ্চিত করেন এবং এই হোম কোয়ারাইন্টাইন থাকার সময়ে সকল ধরনের সহায়তা গ্রাম উন্ন -য়ন দল সহযোগিতা করে থাকেন। গ্রাম উন্নয়ন দলের সঠিক সময়ে পদ -ক্ষেপ নেয়ায় এখনও পর্যন্ত কাতলাসেন গ্রামে করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হয়নি।

সম্পাদক: জয়ন্ত কুমার কর
নির্বাহী সম্পাদক: খায়রুল বাশার

কৃতজ্ঞতায়: সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এ.এন .এম .নাজমুল হোসাইন, পলাশ কান্তি পাল

তথ্য সহায়তা: ওমর ফারুক
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল।

THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পরিক্রমা

কোভিড-১৯ সম্পর্কে অপতথ্য ও অপপ্রচার এড়িয়ে চলুন

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল | উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ। | দ্বিতীয় পাতা

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৪ | ২৫ আগষ্ট২০২০

অসহায়দের পাশে গ্রাম উন্নয়ন দল ঃ

কাতলাসেন গ্রামে করোনার পরিস্থিতিতে সবার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলো রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই অসহায় হয়ে পড়ে। অনেকেরই জীবনে কখনও হাতপাতার অভ্যাস ছিলনা। গ্রাম উন্নয়ন দল নিবিড়ভাবে খোঁজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৬২ টি হতদরিদ্র পরিবারের তালিকা করে। কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দল, কুটির শিল্প গনগবেষনা সমিতি ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী গনগবেষনা সমিতির এর সমন্বয়ে এলাকার দানশীল ব্যাক্তিদের নামের তালিকা করে ছোটদলে তাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ, ধান,চাউল সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছে এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন ও সকল সদস্য মিলে তা সুষ্ঠু বন্টন করেছেন। এখানে এপ্রিল-২০২০থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত নগদ ১লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বিতরন করা হয় এবং উত্তোলনকৃত ১৫মন ধান ও ৮মন চাউল প্রযায়ক্রমে ১৬৮টি হতদরিদ্র পরিবারে মাঝে বিতরন করেছে। করোনা সচেতনেতায় উক্ত গ্রামের ইয়ুথ ইউনিট প্রতিনিয়ত উঠান বৈঠক করা সহ এলাকার মসজিদ, চায়ের দোকানে সচেত -নেতা চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়াঃ

কাতলাসেন গ্রামের প্রায় সকল মানুষই করোনা মহামারীর এ আতংকের মধ্যেও গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাব্রতীদের বিভিন্ন তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছে। গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর পাশে যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন দল দাড়িয়ে তাদের কে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে তা এখন গ্রামবাসীদের প্রত্যকের মুখে মুখে। গ্রামের সাধারন মানুষ মনে করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের এ কর্মকান্ডের কারনেই তাদের গ্রাম অদ্যবধি করোনা সংক্রমনমুক্ত রয়েছে। তারা এ দুঃসময়ে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ এর আগে এমনভাবে আর দেখেন নাই। গ্রামের এ স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে তারা গর্ব করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারলে আনন্দিত হবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

চলমান রয়েছে গ্রামবাসীর মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগঃ

কৃষির বিকল্প নেই। কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে পুষ্টির চাহিদার জোগান দিতেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় গ্রামের নারীদের প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ করছে গ্রাম উন্নয়ন দল।

কর্মহীন হয়ে পড়া ৬৮টি পরিবার প্রধানকে ভেকিবিলে মাছ চাষ ও মাছ ধরার জন্য সাময়িক কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি করেছেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা মিলে।

কাতলাসেন গ্রামে এখনও পর্যন্ত কোন করোনা রুগী সনাক্ত হয়নি। গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে স্বাস্থ্য -বিধি সম্পর্কে সচেতন করছে গ্রাম উন্নয়ন দল

“ কেউ একজন দায়িত্ব নিলে, সংগঠিত হয়ে যে কোন সমস্যা মোকাবেলা করা যায় ”-মোফাজ্জল হোসেন মুক্তা

"ক্ষুধামুক্তি, আত্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ এর একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে মোফাজ্জল হোসেন মুক্তা গড়ে তুলেন ময়মনসিংহ সদরের দাপুনিয়া ইউনিয়নের কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দল" বাল্যবিবাহ ও নারীনির্যাতন মুক্ত, শতভাগ শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত এবং প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয়ে কাজ করছেন। যাতে কাতলাসেন গ্রাম হবে একটি আদর্শ গ্রাম। বর্তমানে সময়ের করোনা সংকট কে এখন পর্যন্ত সুন্দরভাবে মোকাবেলা করছেন, গ্রামটি বিভিন্নভাবে ঝুঁকি থাকার পরেও গ্রাম উন্নয়ন দল নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করায় এখনও পর্যন্ত কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়নি। সঠিক এবং ধারা -বাহিকভাবে সবাই ভূমিকা রাখায় এমনটি হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি মানুষের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলে, সবাই মাস্ক ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট সময় পরপর হাত সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করে। সচেতনতার জন্য মোফাজ্জল হোসেন মুক্তা’র নেতৃত্বে কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দল ও এলাকার সাধারন মানুষের সমন্বয়ে এই সচেতনতা তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে একটি গ্রামকে জাগিয়ে তোলার জন্য যখন গ্রামবাসী নিজেরাই এগিয়ে আসে কেবলমাত্র তখনই গ্রামের যে কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয় এবং করোনা প্রতিরো -ধে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধও সেই সত্যকে আরেকবার প্রমান করলো।

সবাই মিলে শপথ করি, করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি